গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-02)”
শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	নাজমুল আহসান সচিব
সভার তারিখ	১৭ জানুয়ারি ২০২৩
সভার সময়	বেলা ০২:৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ ও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোহাঃ শাজাহান আলি, উপসচিব (উন্নয়ন-২ শাখা) জানান যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর ঋণ, নেদারল্যান্ডস সরকারের অনুদান ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-02)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ১৮০৩০৬.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩২১৭৩.৯০ লক্ষ টাকা, এডিবি ঋণ ১৩২৯৭৭.৩৭ লক্ষ টাকা এবং নেদারল্যান্ডসের অনুদান ১৫১৫৫.৫৪ লক্ষ টাকা) ও মেয়াদ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটির বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা, সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী

সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চৌহালীর উজানে টাঙ্গাইল সদর উপজেলাধীন এলাকায় যমুনা নদীর বামতীরে W-03 ও W-04 প্যাকেজের আওতায় মোট ১৫.৫০ কি.মি. প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের প্যাকেজ নং W-04 এর উজানে ব্যাপক ভাঙ্গনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ অংশের ভাঙ্গনের ফলে W-04 প্যাকেজের আওতায় বাস্তবায়িতব্য নদীতীর সংরক্ষণ কাজ Outflank হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অংশে ন্যূনতম ৩.৫ কি.মি. জরুরি নদীতীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়া, প্যাকেজ নং W-02 (এনায়েতপুর) এর উজানে এবং W-05 (হরিরামপুর) এর ভাটিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। এসব অংশে জরুরিভিত্তিতে নদীতীর প্রতিরক্ষাকাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় ৬.০০ কি.মি. জরুরি প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্যাকেজ নং-W 09 প্যাকেজের অনুকূলে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তবে প্রকল্প এলাকায় যমুনা নদীতে Emergency Precautionary নকশা অনুসরণ করলেও ৬ কি.মি. দৈর্ঘ্যে কাজ করতে প্রায় ৮০ কোটি টাকা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান যে, কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজগুলোর ক্ষেত্রে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থ থেকে প্রায় ১১১ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাশ্রয়কৃত অর্থ ব্যবহার করে ভবিষ্যতে আন্তঃঅংগ সমন্বয় করে অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), পাসম ডিপিপিতে এত কম অর্থের সংস্থান রাখার বিষয়ে বাপাউবো প্রতিনিধিদের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চান। বাপাউবো'র প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং জানান যে, যমুনা নদীর মরফোলজি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ডিপিপি প্রণয়নের সময় বিবেচিত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থ বর্তমানে কম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। জরুরী কাজের অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপিতে কারিগরি কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি উল্লেখ রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), পাসম কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় জরুরি কাজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন। তবে এক্ষেত্রে আন্তঃঅংগ সমন্বয় অনুমোদনের পূর্বে ৩৫ কোটি টাকার বেশি মূল্যের কার্যাদেশ প্রদান করার সুযোগ নেই মর্মে উল্লেখ করেন। তাঁর মতামতের সাথে সভায় উপস্থিত স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা একমত পোষণ করেন। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, প্রকল্পের ঋণের মেয়াদ জুন ২০২৪ সালে শেষ হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য প্রকল্পের প্রধান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ISPMC)-এর পরামর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য Variation করা প্রয়োজন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা কোন শ্রেণির পরামর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে তা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পর্যায়ের বেশকিছু আন্তর্জাতিক ও কিছু দেশীয় পরামর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। Variation প্রস্তাবের বিষয়ে পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে অতিরিক্ত পরামর্শক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পের কাজ আর তরান্বিত করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকল্প দপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন। সভাপতি আরও জানান যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত সূচকসমূহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। যা অর্জনের নিমিত্ত সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন নিম্নরূপ: ক্রমিক নং | কর্ম সম্পাদন সূচকের নাম ও নম্বর | লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১। | বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত | ১.০০ কিঃমিঃ | -	(ক) জরুরী কাজের অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের জন্য ডিপিপিতে উল্লিখিত গঠন অনুযায়ী কারিগরি কমিটি গঠন করতে হবে। (খ) কারিগরী কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে উক্ত জরুরী কাজের কার্যাদেশ প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। (গ) প্রধান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ISPMC)-এর পরামর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ISPMC এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির Variation প্রস্তাবের বিষয়ে পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (ঘ) প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি আরও বাড়াতে হবে। (ঙ) প্রকল্প দপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করতে হবে। (চ) বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তিতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/ উন্নয়ন উইং, পাসম/ প্রকল্প পরিচালক

০২। আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নাজমুল আহসান
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০২৯.২২.২৫

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪২৯
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১১) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৬) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৭) প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো।
১৮) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৯) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
২০) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২১) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২২) প্রকল্প পরিচালক, Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2) শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।
২৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৪) নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট), বাপাউবো।
২৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৬) সহকারী সচিব, প্রশাসন-৩ শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৭) অফিস, কপি।

মোহাম্মদ মোবাশশেরুল ইসলাম
উপসচিব